ইউনিট ১

সমষ্টিক অর্থনীতি: ধারণা, গুরুত্ব ও কার্যশীলতা
Macroeconomics: Concept, Importance and Performance

ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে শুধুমাত্র অর্থনীতির একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন- একজন ব্যক্তির ভোগ আচরণ, একটি ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আচরণ দিয়ে সমগ্রঅর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র বুঝতে হলে অর্থনীতির সমষ্টিক ধারণাসমূহ যেমন- জাতীয় ভোগ, জাতীয় উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আর এসব সমষ্টিক ধারণাসমূহের আলোচনাই হচ্ছে সমষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। বর্তমান ইউনিটে সমষ্টিক অর্থনীতির ধারণা, পাঠের গুরুত্ব ও কার্যশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট-১

পাঠ-১ *সমষ্টিক অর্থনীতির ধারণা, পাঠের গুরুত্ব ও কার্যশীলতা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যষ্টিক অর্থনীতির সাথে সমষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য বলতে পারবেন
- সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আপনি ইতোমধ্যে ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোর্সটি (BBS 2501) অধ্যয়ন করেছেন। সেখানে শুধুমাত্র একটি একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে সেখানে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একটি গাছের দৃশ্য দিয়ে যেমন একটি বনের দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না, ঠিক তেমনি একজন মানুষের ভোগব্যয়, একটি ফার্মের উৎপাদন ও দাম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি দিয়ে অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক চলকগুলোর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। এ কোর্সে আপনি প্রথমে সমষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির তফাৎ সম্পর্কে জানতে পারবেন। পরবর্তীতে, অর্থনীতি বিভিন্ন সমষ্টিক চলকগুলোর গতি-প্রকৃতির আলোকে অর্থনীতির কার্যশীলতা জানতে পারবেন।

সমষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা

গ্রীক শব্দ `Makros' থেকে Macroeconomics বা সমষ্টিক অর্থনীতি পরিভাষার উৎপত্তি। `Makros' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বৃহৎ (large)। সুতরাং উৎপত্তিগত বা আভিধানিক অর্থে, সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে একটি অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতির অধ্যয়ন বা বর্ণনাকে বুঝায়।

অন্য সব বিষয়ের মতোই এক কথায় সমষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদগণ তাই সমষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু উল্লেখের মাধ্যমে এর সংজ্ঞা প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ এসব আলোচ্য বিষয় (যা পরিভাষায় সমষ্টিক চলক নামে পরিচিত) -এর পর্যালোচনাই সমষ্টিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। এখন আমরা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকর্তৃক প্রদত্ত সমষ্টিক অর্থনীতির দু'টো সংজ্ঞার উল্লেখ করব। এ দুটো সংজ্ঞা থেকে সমষ্টিক অর্থনীতির প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

অর্থনীতিবিদ গার্ডনার এক্‌লির (Gardner Ackley) মতে, 'আমরা সমষ্টিক অর্থনৈতিক বিশেগুষণকে ঐ সব প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় বা উপাদানের পর্যালোচনা হিসেবে সজ্ঞায়িত করতে পারি যা একটি অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদন, নিয়োগ ও দামস্তর নির্ধারণ করে এবং সময়ের ব্যবধানে এদের পরিবর্তনের হারকে প্রভাবিত করে (We can define macroeconomic analysis as the study of the forces or factors that determine the levels of aggregate production, employment and prices in an economy, and their rates of change over time)। অর্থনীতিবিদ রুডিগার ডর্নবুশ (Rudiger Dornbusch) ও ষ্ট্যানলি ফিশার (Stanley Fischer) -এর মতে, সমষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো সার্বিক অর্থনীতির আচরণ বা গতি-প্রকৃতি যেমন-অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতি, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মোট উৎপাদন এবং এর প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের হার, লেনদেন ভারসাম্য ও মুদ্রার বিনিময় হার' (Macroeconomics is concerned with the behaviour of the economy as a whole - with booms and recessions, the economy's total output of goods and services and the growth of output, the rates of inflation and unemploymecnt, the balance of payments, and exchange rates')।

সমষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু
মোট উৎপাদন মোট নিয়োগ সামগ্রিক দামস্তর বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (boom) অর্থনৈতিক অবনতি (recession) অর্থনৈতিক মন্দা (depression) অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Instability) মজুরীস্তর সুদের হার বাণিজ্যিক ভারসাম্য লেনদেন ভারসাম্য বিনিময় হার

সমষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি

অধ্যাপক রাগনার ফ্রিশ (Ragnar Frisch) ১৯৩৩ সালে সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে সমষ্টিক এবং ব্যষ্টিক -এ দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। গ্রীক শব্দ `Mikros' থেকে Microeconomics বা ব্যষ্টিক অর্থনীতি পরিভাষার উৎপত্তি। Mikros শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'ক্ষুদ্র' (Small or tiny)। সুতরাং ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলতে অর্থনীতির সেই শাখাকে বুঝায় যা একটি অর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আলোচনা করে বা প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যাকে পৃথক পৃথকভাবে বিশেণ্ডষণ করে। কাজেই পৃথক পৃথকভাবে পরিবারবর্গ, বাজার, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আচরণ বিশেণ্ডষণ ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি জানতে চান কী কী বিষয় দ্বারা পেট্রোলের দাম নির্ধারিত হয়, কীভাবে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপাদন ও দাম নির্ধারিত হয় অথবা কী কী বিষয় দ্বারা একটি পরিবারের চিকিৎসা-ব্যয় নির্ধারিত হয় - এক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিতভাবেই ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। অন্যদিকে, সামগ্রিক উৎপাদন, দামস্তর, জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে মোট চিকিৎসা-ব্যয় প্রভৃতি সমষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য একটি সহজ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করুন, আপনি হেলিকপ্টারে চড়ে একটি ঘন অরন্যের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। অরন্যের যে সার্বিক দৃশ্য আপনার চোখে প্রতিভাত হবে তা সমষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্রের সাথে তুলনীয়। অন্যদিকে, অরন্যের প্রতিটি বৃক্ষের পৃথক পৃথক পর্যবেক্ষণ ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে তুলনীয়।

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, ব্যষ্টিক অর্থনীতি মূলতঃ তুলনামূলক দাম (relative prices) নিয়ে আলোচনা করে। মনে করুন, প্রতি ডজন আপেলের দাম ৫০ টাকা এবং প্রতি ডজন কমলার দাম ২৫ টাকা। তুলনামূলক দাম বলতে প্রতি ডজন আপেলের পরিবর্তে কত ডজন কমলা পাওয়া যায় তাকে বুঝায়। বস্তুতঃ তুলনামূলক দাম ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষণের মূল চালিকা-শক্তি। সমষ্টিক অর্থনীতিতে তুলনামূলক দামের সংশিণ্ডষ্টতা (relevance) থাকলেও মূলতঃ তাত্ত্বিক আলোচনায় তা পরিহার করা হয়।

উপর্যুক্ত পার্থক্যসমূহ মেনে নিয়েও বলা যায় যে, ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কোন প্রকার ক্ষুর-ধার পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয়। সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্বে এর যে কোন একটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা অত্যন্ত দূরূহ বিষয়। যদিও ব্যষ্টিক অর্থনীতি একটি অর্থব্যবস্থার অংশ বিশেষকে আলাদাভাবে বিশেণ্ডষণ করে এবং সমষ্টিক অর্থনীতি একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র ব্যাখ্যা করে তথাপি এ দু'প্রকার বিশেণ্ডষণের সাধারণ দিক (overlapping) রয়েছে। মূলতঃ অর্থনীতির সামগ্রিক কার্যক্রম এর অংশসমূহের কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল। কাজেই অংশ পৃথকভাবে আলোচনা করা কঠিন। একটি দেশের মোট উৎপাদন শত-সহস্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের ফসল। অন্যদিকে, প্রতিটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, পরিবার, ব্যক্তির পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত অংশত পুরো অর্থনীতির কর্মকান্ডের পর নির্ভর করে। সুতরাং ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি একে অন্যের পরিপূরক (complentary), বিকল্প (substitute) নয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের কথায়, `There is really no opposition between macro and micro economics. Both are absolutely vital. And you are only half - educated if you understand the one being ignorant of the other'.

অনুশীলন

ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সমষ্টিক অর্থনীতির ২ টি করে আলোচ্য বিষয়ের নাম লিখুন।

সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা (Macroeconomic performance)

সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা বলতে একটি দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের সময়-ব্যবধানে উঠতি-পড়তি বা উন্নতি-অবনতিকে বুঝায়। বিশ্বের প্রতিটি দেশ কতগুলো মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার (instruments) যেমন- রাজস্বনীতি, আর্থিকনীতি, বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করছে। সময়ের ব্যবধানে কাংখিত উদ্দেশ্যসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন বা ব্যর্থতাই একটি দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতার পরিমাপক। সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতার পরিমাপক বিষয়সমূহ তথা যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি দেশের সামগ্রিক নীতিমালা প্রণীত হয় সেগুলো হলো যথাক্রমে- উৎপাদন, নিয়োগস্তর, দামস্তরের স্থিতিশীলতা, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থিতি। এখন আমরা পর্যায়ক্রমে এ বিষয়গুলো আলোচনা করব।

উৎপাদন: প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এ সকল দ্রব্য ও সেবাকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটি দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার যতটুকু যোগান দিতে পারে তা অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন নামে পরিচিত। অধিক জাতীয় উৎপাদন মোট জনগোষ্ঠীর দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার অধিক প্রাপ্যতা নির্দেশ করে। সুতরাং একটি দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা বিচার করার জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

মোট জাতীয় উৎপাদনকে চলতি বাজারমূল্য অথবা প্রকৃত বাজারমূল্যে পরিমাপ করা হতে পারে। চলতি বাজারমূল্যে প্রকাশিত মোট জাতীয় উৎপাদনকে আর্থিক জাতীয় উৎপাদন এবং প্রকৃত বাজারমূল্য তথা পূর্ববর্তী কোন স্থিতিশীল (রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে) বছরের বাজারমূল্যে প্রকাশিত জাতীয় আয়কে প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি অন্তর্ভুক্ত নয়। একটি অর্থনীতির সামগ্রিক কার্যশীলতা ব্যাখ্যা করতে তাই প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন এবং সময় ব্যবধানে এর পরিবর্তন অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা।

মোট উৎপাদন বিশেগুষণে একটি প্রয়োজনীয় ধারণা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন মোট জাতীয় উৎপাদন (Potential Gross National Product)। প্রচ্ছন্ন জাতীয় উৎপাদন বলতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণকে বুঝায়। প্রচ্ছন্ন মোট জাতীয় উৎপাদন একটি দেশের উৎপাদিকা শক্তির নির্দেশক। প্রকৃত উৎপাদন প্রচ্ছন্ন উৎপাদন অপেক্ষা কম হওয়ার অর্থ হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তির অপূর্ণ ব্যবহার। সুতরাং প্রকৃত উৎপাদন ও প্রচ্ছন্ন উৎপাদনের তুলনা করে একটি দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রবৃদ্ধি ও নিয়োগস্তর: উচ্চ নিয়োগস্তর এবং প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার একটি দেশের ক্ষমতা বা সামর্থ্যের উত্তম নির্দেশক। অন্যদিকে, নিম্ন নিয়োগস্তর তথা উচ্চ বেকারত্ব এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার একটি অর্থনীতির অক্ষমতাকে তুলে ধরে। বর্ধমান জনসংখ্যার একটি দেশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছর অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমশক্তিও বাড়ে। একই হারে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে সে দেশে বেকারত্ব বাড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার এবং উচ্চ নিয়োগস্তর অংগাঅংগিভাবে জড়িত। একটি অপরটিকে নির্ধারণ করে। সুতরাং একটি দেশের প্রবৃদ্ধির হার বা নিয়োগস্তরের উঠানামা দেশটির সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতার অন্যতম পরিমাপক।

দামস্তরের স্থিতিশীলতা: অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্য দামস্তরের স্থিতিশীলতা একটি অপরিহার্য শর্ত। প্রথমতঃ দামস্তর এমন একটি মাপকাঠি যা দ্বারা অন্যান্য অর্থনৈতিক চলকসমূহের মান নির্ধারিত হয়। সুতরাং দামস্তরের পরিবর্তন অর্থনৈতিক চলকসমূহের মান নির্ধারণের মাপকাঠির পরিবর্তন বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ক্রয়ক্ষমতা কমে এবং দামস্তর হ্রাস পেলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। ঐতিহাসিকভাবে, মুদ্রাস্ফীতি একটি ক্ষতিকর বিষয় বলে প্রমানিত হয়েছে। উপর্যুক্ত কারণসমূহের আলোকে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একটি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত।

বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থিতি: বর্তমান বিশ্বের কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি দেশ কিছু দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে এবং কিছু দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি করে। আমদানি - রপ্তানি যদিও একটি সার্বজনীন এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তথাপি প্রতিটি দেশের লক্ষ্য থাকে আমদানি-ব্যয় ও রপ্তানি-আয়ের সমতা অর্জন। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশী হলে অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থাকলে ঋণের সাহায্যে তা পূরণ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশী হলে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থিতি অর্জনের পাশাপাশি একটি দেশ মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চায়। মুদ্রার বিনিময় হার বাড়লে রপ্তানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশটির রপ্তানি আয় কমে। অন্যদিকে, মুদ্রার বিনিময় হার কমলে আমদানি-ব্যয় বাড়ে যার ফলে আমদানী কমে।

অনুশীলন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির হার, বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থিতির আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কার্যশীলতা সম্পর্কে চিন্তা করুন ও লিখুন।

- পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. মুদ্রার বিনিময় হার সমষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় - সত্য/মিথ্যা
২. ব্যষ্টিক অর্থনীতি মূলতঃ আপেক্ষিক দাম নিয়ে আলোচনা করে - সত্য/মিথ্যা
৩. ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের বিকল্প - সত্য/মিথ্যা
৪. প্রকৃত জাতীয় আয়ে মুদ্রাস্ফীতি অন্তর্ভুক্ত - সত্য/মিথ্যা
৫. মুদ্রার বিনিময় হার কমলে আমদানী বাড়ে - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দিন এবং সমষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়সমূহের উল্লেখ করুন।
২. সমষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩. সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা বলতে কী বুঝায়? কী কী বিষয় দ্বারা সমষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা বিচার করা যায়? সংক্ষেপে এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. *সমষ্টিক অর্থনীতি* শব্দটির উৎপত্তি
ক. Mikros শব্দ থেকে
খ. Makros শব্দ থেকে
গ. Mark-up শব্দ থেকে
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. Mikros হচ্ছে একটি
ক. ল্যাটিন শব্দ
খ. ইংরেজী শব্দ
গ. গ্রীক শব্দ
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. নিচের কোন্‌টি সমষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়
ক. দাম
খ. মজুরী
গ. মুদ্রাস্ফীতি
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. সমষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের
ক. পরিপূরক
খ. বিকল্প
গ. বিপরীত
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. একটি দেশের উত্তম কার্যশীলতার নির্দেশক হচ্ছে
ক. মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার
খ. বেকারত্বের উচ্চ হার
গ. উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

ধরুন ক ও খ দুটো দেশ। এদের প্রকৃত উৎপাদক, প্রবৃদ্ধি, নিয়োগস্তর, মুদ্রাস্ফীতির হার, বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থিতি নিম্নরূপঃ

	ক দেশ	খ দেশ
মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (টাকা)	২০.০০	১,০০০
প্রবৃদ্ধির হার	৪.৭%	৮.৫%
বেকারত্বের হার	১০%	৬.৫%
মুদ্রাস্ফীতির হার	৮%	২%
বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থিতি (টাকা)	-১০ লক্ষ	+৫ লক্ষ

উপরের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে দেশ দুটোর অর্থনৈতিক কার্যশীলতা বা পারফরমেন্স সম্পর্কে মন্তব্য করুন। কোন্ দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বেশী উজ্জ্বল? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য,
২. সত্য,
৩. মিথ্যা,
৪. সত্য,
৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. গ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. গ